ISO 9001, ISO 14001 &
OHSAS 18001 Certified

সভাপতি, বাগেরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

এবং

সচিব
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০১৭ - ৩০ জুন, ২০১৮

D:\Sucitra1\Suchitra\200.18.doc

সূচীপত্র

ক্রঃ নং	বিষয়বস্তু
১	বাগেরহাট পলণ্টী বিদ্যুৎ সমিতি-এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
২	উপক্রমণিকা
৩	সেকশন-১: বাগেরহাট পলণ্টী বিদ্যুৎ সমিতি-এর রূপকল্প (Vision),অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি
৪	সেকশন- ২ : বাগেরহাট পলণ্টী বিদ্যুৎ সমিতির কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রা সমূহ ।

বাগেরহাট পবিস-এর কর্মসম্পাদানের সার্বিক চিত্র
(Overview Of the Performance of Bagerhat PBS)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

সাম্প্রতিক বছর সমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জন সমূহঃ

বাগেরহাট জেলার বাগেরহাট সদর, ফকিরহাট, মোল্লাহাট, রামপাল, চিতলমারী, কচুয়া, মংলা এবং রূপসা ও তেরখাদা উপজেলার (আংশিক) সমন্বয়ে ১৫৯৮ বর্গকিঃমিঃ এলাকা নিয়ে বাগেরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি গঠিত। বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বাগেরহাট পবিস নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গ্রামীন জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ের লক্ষ্যে মার্চ'২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত ৪৬৪৭ কিঃ মিঃ বৈদ্যুতিক লাইন নিমান সম্পন্ন করা হয়েছে। মার্চ'২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত ২০৫৩৮১ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। অত্র পবিসের ০৯টি উপকেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে সদর দপ্তর ১৫ এমভিএ, রামপাল ১০ এমভিএ, ফকিরহাট-১ ১০এমভিএ, ফকিরহাট-২ ২০ এমভিএ, মোল্লাহাট-১০এমভিএ, বিসিক ০৫ এমভিএ, ইপিজেড ০৫এমভিএ, সাইলো ০৫ এমভিএ উপকেন্দ্র রয়েছে। উক্ত উপকেন্দ্র সমূহের মধ্যে ফকিরহাট-২,কেডিপি-১ এর আওতায় ১০ এমভিএ থেকে ২০ এমভিএ এবং রামপাল উপকেন্দ্রটি ০৫ এমভিএ হতে ১০এমভিএ-তে উন্নীত করা হয়েছে। সম্প্রতি ফকিরহাট-১ উপকেন্দ্রের ওভারলোড সমস্যা সমাধানের জন্য গোপালগঞ্জ গ্রীড হতে ১৮ কিঃ মিঃ নতুন ৩৩ কেভি লাইন নির্মাণ পূর্বক মোল্লাহাট (১০ এমভিএ) নতুন উপকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। ফলে অত্র পবিসে সিষ্টেম লস লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে আনয়নের সম্ভবনা রয়েছে। গত অর্থ বছরে বকেয়া মাস ১.৩০অর্জন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ০৩ টি উপজেলায় {(ফকিরহাট,মোল্লাহাট,রূপসা (আংশিক)} শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে ০১টি উপজেলা (চিতলমারী) শতভাগের কাজ চলমান আছে এবং ডিসেম্বর-২০১৮ নাগাদ ০৫টি {(বাগেরহাট সদর, কচুয়া,রামপাল,মংলা এবং তেরখাদা(আংশিক)}উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হবে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ সমূহঃ

১.বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত ঃ

অত্র পবিসের আওতায় দ্রুত গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাথে গ্রাহকের বিদ্যুতের চাহিদা (ব্যবহৃত লোড) বৃদ্ধি পাচ্ছে। অত্র পবিসের পিক লোড ৫০ মেঃওঃ। এ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় গ্রীড হতে বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়া গিয়েছে। আগামী গ্রীষ্মে ও রমজান মাসে জাতীয় গ্রীড হতে গ্রাহকের চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়া গেলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ দেওয়া যাবে। জাতীয় গ্রীড হতে চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়া না গেলে গ্রাহক প্রান্তে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ রাখা সমিতির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সদর দপ্তরের আওতাধীন উপকেন্দ্রে চিতলমারী (৪নং ফিডার) ওভার লোডেড রয়েছে। উক্ত ফিডারের ওভারলোডেড সমস্যা সমাধানের লক্ষে চিতলমারী উপজেলায় ১০ এমভিএ একটি উপকেন্দ্র নির্মাণের জায়গা ক্রয় প্রক্রিয়া চলমান আছে। তাছাড়া অত্র সমিতির ৪৬৪৭ কিঃমিঃ দীর্ঘ বৈদ্যুতিক লাইন রয়েছে। যা শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলশ্রুতিতে আরও দীর্ঘ হবে। ফলে গাছ-গাছালিসমৃদ্ধ গ্রামীন এলাকায় দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় বিদ্যুৎ সচল রাখাও সমিতির জন্য একটি চালেঞ্জ। এছাড়া অত্যাধিক বজ্রপাতের কারণে ট্রান্সফরমার নষ্টের হার অত্যাধিক। বাগেরহাট গ্রীড উপকেন্দ্র হতে ২টি ৩৩ কেভি ফিডারের মাধ্যমে ৭টি উপকেন্দ্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। একই ৩৩ কেভি ফিডারে একাধিক ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র থাকায় লোড নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব হয় না। এছাড়া ফিডার সমূহের বেশী লোড থাকায় ৩৩ কেভি লস্ বেশী হয়। উক্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বাগেরহাট গ্রীড হতে ৩টি বে-ব্রেকার স্থাপনের কাজ নিজস্ব অর্থায়নে প্রক্রিয়াধীন আছে । এছাড়া মংলা গ্রীড উপকেন্দ্র হতে নিজস্ব অর্থায়নে ৩টি বে-ব্রেকার স্থাপনের কাজ কার্যাদেশ দেওয়ার অপেক্ষায় আছে। উক্ত কাজের জন্য আনুমানিক ১০কোটি টাকা খরচ হতে পারে। শতভাগ বিদ্যুতায়নের লক্ষ্যে সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে মিটার, সার্ভিস ড্রপ, প্রভৃতি ক্রয় করে সংযোগ প্রক্রিয়া চলসমান রয়েছে যার ফলে অধিকাংশ ফান্ডে ঘাটতি রয়েছে। মালামাল ক্রয়ের জন্য বিভিন্ন ফান্ডের বিনিয়োগ সমূহ নগদায়ন করার মাধ্যমে ফান্ড সমূহে ঘাটতির সৃষ্ঠি হয়েছে। আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল অত্র পবিসের পক্ষে পিডিবি, পিজিসিবির বিল ও দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের পর ট্রান্সফরমার, মিটার ও সার্ভিস ড্রপ নগদ মূল্যে ক্রয় করাও অত্র সমিতির জন্য একটি সমস্যা।

২.তারল্য সংকটঃ

ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের বিক্রয়মূল্য ব্যয়ের তুলনায় কম হওয়ায় সমিতির তারল্য সংকট প্রবল হচ্ছে। সমিতির তারল্য সংকট এর কারনে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রমে অর্থ ব্যয় করতে হিমশিম খেতে হয়। কম মূল্যহারের সেচ ও আবাসিক গ্রাহক বেশী হওয়ায় সমিতির বিদ্যুৎ বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে বিদ্যুৎ ক্রয়মুল্য ও বেতনাদি পরিশোধের পর অন্যান্য খরচের জন্য খুবই সামান্য পরিমাণ অর্থ অবশিষ্ট থাকে। তাছাড়া, সম্প্রতি শতভাগ বিদ্যুতায়নের কারনেও সমিতির ফান্ড ব্যাবহার করে মালামাল ক্রয় করে সরকারের মহতী উদ্যোগকে সার্থক করার প্রচেষ্টা রয়েছে। কিন্তু তারল্য সংকট এর কারনে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। সার্ভিস বেনিফিট সংক্রান্ত এবং অন্যান্য ফান্ড সমূহে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ জমা রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ফান্ড ঘাটতি সৃষ্টি হচ্ছে। সম্প্রতি বছর সমূহে সমিতির লোকসান বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন গ্রাহকসমূহের বিদ্যুতায়নের সুফল হিসেবে দীর্ঘমেয়াদে সমিতি লোকসান কমিয়ে আনতে পারবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। কিন্তু, সে সময় পর্যন্ত সমিতির তারল্য সংকট কিছুটা অব্যাহত থাকবে, বকেয়া আদায় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে তা কিছুটা হ্রাস করা সম্ভব হলেও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে ৫-৬ বছর বা তার বেশী সময় লাগবে। ফলতঃ এসময় কালে তারল্য সংকটের কারনে ঋণের সুদ ও মূলধন পরিশোধ এবং প্রদেয় হিসাব সমূহের (Accounts Payable) পরিমাণ ১.০০ সমমাসের মধ্যে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।

৩.পৌরসভা/আধা সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহের বকেয়াঃ

বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে, পৌরসভার বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে অনীহার কারনে বকেয়া বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বছরে একবার এপ্রিল/মে মাসে বকেয়া পরিশোধে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান বছর শেষেও বাজেটের অজুহাতে একটি বড় অংকের বিল বকেয়া রাখছে। ফলতঃ তাদের সরবরাহের জন্য ক্রয়কৃত বিদ্যুতের মুল্য সমিতিকে যথাসময়ে পরিশোধ করতে হচ্ছে, কিন্তু এসব সরকারী প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান হওয়ায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলতঃ সমিতির তারল্য সংকটকে এসব বকেয়া প্রকট করে তুলছে এবং একাউন্টস রিসিভএবলের টার্গেট অর্জনকে চ্যালেঞ্জের সমুখ্খীন করে তুলেছে।

৪.গ্রাহক অসচেতনতাঃ

এলাকার গ্রাহকসমূহকে বিভিন্নভাবে সচেতন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এলাকার নতুন সংযোগ প্রত্যাশি লোক অসচেতন হওয়ায় কিছু অসাধু চক্রের সৃষ্ট জটিলতায় সংযোগ প্রক্রিয়া অনেক সময় বাধাগ্রস্থ হয়। সমস্ত প্রকার অসাধু চক্রের ষড়যন্ত্রকে রুখে দিয়ে শতভাগ বিদ্যুতায়নের প্রচেষ্টা চলছে।

গ্রাহক অসচেতনতার কারনে সমিতির অফিস ব্যাতীত অন্যান্য কিছু বিল আদায় পয়েন্টে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রাহককে প্রতারনার স্বীকার হতে হচ্ছে। যার ফলতঃ গ্রাহক অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসমস্ত বকেয়া আদায়ে জটিলতার সমুখ্খীন হতে হচ্ছে। বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার প্রচারনা চালিয়ে এ সমস্ত সমস্যা সমাধানের জোর প্রচেষ্টা চলছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বাগেরহাট পবিস-এর আওতাধীন বাগেরহাট সদর, কচুয়া, রামপাল, মংলা উপজেলা এবং তেরখাদা উপজেলার (আংশিক) আগামী ডিসেম্বর/২০১৮ এর মধ্যে শতভাগ বিদ্যুতায়ন করা হবে। গ্রাহকগনের চাহিদা পূরনের লক্ষে ১.৫ মিলিয়নের আওতায় চিতলমারী উপজেলায় ১টি ১০ এমভিএ উপকেন্দ্র এবংফকিরহাট উপজেলায় ১টি ১০ এমভিএ উপকেন্দ্র নির্মাণ করা হবে এবং শতভাগ বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের আওতায় রামপাল-২ এবং কচুয়ায় ১০এমভিএ উপকেন্দ্র নির্মান করা হবে। এছাড়া কেডিপি-২প্রকল্পের আওতায় মংলা -২ (১০ এমভিএ) এবং চাঁদপাই (১০ এমভিএ) উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন আছে। মংলা- এলাকায় সৃষ্ট নতুন শিল্প গ্রাহকদের সংযোগ সুবিধা সৃষ্টি করার লক্ষে রামপাল উপকেন্দ্র থেকে মংলা গ্রীড পর্যন্ত প্রায় ১৫ কিঃ মিঃ লাইন নির্মান করা হচ্ছে। চিতলমারী উপজেলায় ১০ এমভিএ উপকেন্দ্র নির্মাণ করা হলে অত্র পবিস-এর কোন ফিডার ওভার লোডেড থাকবে না ফলে আগামী ০২ বছরের মধ্যে সিস্টেম লস্ সিঙ্গেল ডিজিটে আনা সম্ভব হবে। এছাড়া মংলা গ্রীড উপকেন্দ্র হতে ০৩টি বে-ব্রেকার স্থাপনের বিষয়টি ইতোমধ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং উক্ত কার্য সম্পাদনের জন্য কার্যাদেশ প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ক্রমবর্ধমান গ্রাহকের চাহিদা পূরণ ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে রূপসা উপজেলায় পিজিসিবি কর্তৃক ২০১৯ সালের মধ্যে একটি গ্রীড স্থাপন করা হবে। উক্ত উপকেন্দ্র নির্মাণ করা হলে গ্রীডের পার্শ্ববর্তী স্থানে সুইচিং স্টেশন নির্মাণ করা হবে। যার মাধ্যমে রূপসা ও ফকিরহাটে ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রে সমূহে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে এবং উক্ত গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মান ও বিদ্যুতায়নের পর উক্ত গ্রীড হতে বিদ্যুৎ গ্রহণের মাধ্যমে অত্র সমিতির সিস্টেম লস সিঙ্গেল ডিজিটে আনয়ন সম্ভব হবে। পাশাপাশি বকেয়া মাস ১.২০ অর্জনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এছাড়া গ্রাহকগণের চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে সমিতির দক্ষ জনশক্তি এবং নিজস্ব ও প্রাপ্ত সম্পদের সঠিক ব্যাবহারের মাধ্যমে সাশ্রয়ী ও গুনগত মানের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের রূপকার হিসেবে বিদ্যুৎ সরবরাহে বাংলাদেশের মডেল প্রতিষ্ঠান হওয়ার সর্বাত্বক প্রচেষ্টায় সমিতি নিয়োজিত থাকবে। এই লক্ষ্যে-

ক) ডিসেম্বর'২০১৮ ইং সালের মধ্যে সমিতির ভৌগোলিক এলাকার সকল গ্রামে শতভাগ বিদ্যুতায়ন নিশ্চিত করা।

খ) সমিতির সিস্টেম লস হ্রাসের নিমিত্তে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেয়া। এনালগ মিটার সমূহ পরিবর্তন পূর্বক ডিজিটাল মিটার/ প্রিপেইড মিটার দ্বারা ১০০% প্রতিস্থাপন করার প্রচেষ্টা থাকবে। শতভাগ পথসত্ব পরিস্কার করা ,ওভারলোডেড ট্রান্সফরমার সমূহ পরিবর্তন করা , বিআরইবি ফরম নং ৫৬৯ পূরণকরতঃ টার্গেট অনুযায়ী যথাযথভাবে লাইন মেইনটেন্যান্স করা , ট্রান্সফরমার বিনষ্টের হার কমানোর জন্য লাইটনিং এরেস্টার এবং অন্যান্য প্রিভেন্টিভ ব্যাবস্থার সঠিকতা/ কার্যকারিতা নিশ্চিত করা হবে। ফিডার অনুযায়ী সিস্টেম লসের পরিমান নির্ধারন করতঃ ১১ ও ৩৩ কেভি সিস্টেম লস কমানোর সকল কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গ) ডিএনপি টিম এর মাধ্যমে এবং অবিরত মনিটরিং এর মাধ্যমে বকেয়া মাস কমিয়ে আনার মাধ্যমে সমিতির তারল্য সংকট কমানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

ঘ) সমিতিকে ব্রেক ইভেন পয়েন্টে উন্নীত করার সর্বাত্বক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কমিয়ে আনা হবে। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের নিমিত্তে যথাযথ সিডিউল প্রস্তুত করা হবে।

ঙ) জোনাল অফিস/সাব জোনাল অফিস/ সদর দপ্তরের টার্গেট নির্ধারন করে দেয়া যাতে সম্মিলিতভাবে এপিএ টার্গেট অর্জন করা যায়।

চ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী সকল টার্গেট অর্জন করার নিমিত্তে সকল বিভাগ ও অফিসের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেয়া।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জন সমূহ ঃ

০১। অত্র পবিসের আওতাধীন একটি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করা।
০২। ০৪ টি ৩৩/১১ কেভি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মান।
০৩। পবিসের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।
০৪। বকেয়া মাস ১.২০ অর্জন করা।
০৫। সিস্টেম লস্ ১১% অর্জন করা।

উপক্রমনিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর/ সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহত করন এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরনর মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাগেরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-কে প্রদত্ত বার্ষিক কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষে-

সভাপতি, বাগেরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

এবং

সচিব, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

এর মধ্যে ২০১৭ সালের ---------- মাসের -------- তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরিত উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয় সমূহে সম্মত হলেনঃ

সেকশন ১ঃ

বাগেরহাট পবিস- এর Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী

১.১ রূপকল্প (Vision): বাগেরহাট পবিস-এর আওতাধীন সকল জনগনকে গুনগতমানের বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission): ডিসেম্বর-২০১৮ সালের মধ্যে অত্র পবিসের আওতাধীন সমগ্র জনগোষ্ঠিকে(প্রতিটি ঘরে) বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

০১। বিদ্যুৎ বিতরন খাতের উন্নয়ন।
০২। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা প্রদান।
০৩। বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠি বৃদ্ধি।
০৪। আর্থিক সক্ষমতা অর্জন।

<u>১.৩.১ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহঃ</u>

০১। দক্ষতার সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
০২। কর্মপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন।
০৩। দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন।
০৪। কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন।
০৫। তথ্য অধিকার ও স্বপ্রনোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা।
০৬। আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

১.৪ <u>কার্যাবলি (Functions):</u>

০১। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষে পরিকল্পিতভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারনের মাধ্যমে অত্র পবিসের আওতাধীন সকল জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সেবার আওতায় আনয়ন।
০২। কারিগরী উন্নয়নের মাধ্যমে সিস্টেম লস হ্রাসকরন।
০৩। বিদ্যুৎ ব্যবহারে গ্রাহকগনকে মিতব্যয়ী করা এবং উৎপাদনমুখী কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ।
০৪। অত্র পবিসের এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।
০৫। পবিসের আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় সংকোচনের ব্যবস্থা করা।
০৬। নতুন গ্রাহক সংযোগ সহজীকরন
০৭। বৈদ্যুতিক লাইন নিয়মিত রক্ষনাবেক্ষণ ও মেরামত করা।
০৮। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের পথস্বত্ত্ব মুক্তকরণ।
০৯। গ্রাহকের অভিযোগ দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিরসন করা।
১০। বকেয়া আদায় করা এবং আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
১১। সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে সুষ্ঠ কর্মপরিবেশ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা।
১২। সকল ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন।
১৩। ডিজিটালাইজেশন ও অটোমেশনের মাধ্যমে উত্তম সেবা নিশ্চিত করন।

সেকশন-২

কৌশলগত উদ্দেশ্য,অগ্রাধিকার,কাযক্রম,কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

বাগেরহাট পবিস

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of strategic objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-১৮ (Target /Criteria Value for FY 2017-18)					প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৮-১৯	প্রক্ষেপ (Projection) ২০১৯-২০
						২০১৫-১৬	২০১৬-১৭* ডিসেম্বর'১৬ পর্যন্ত	অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতিমান	চলতিমানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
			1. System Loss (Grid Meter) [%] (w/o resale)	%	২৮	১৩.২৬%	১১.১০%	১১.০০%						
			2. Accounts Receivable (Months) (without GOB rebate & resale)	Month	১৪	১.২৭	১.৫৫	১.২০						
			3. Collection Bill(CB) Ratio (%) (without GOB rebat	%	১	৯৯.৪১%	৯০.৭১%	৯৯.০০%						
			4. Collection Import (CI) Ratio (%) (w/o rebate &	%	১	৮৬.২৩%	৮০.৬৪%	৮৮.১১%						
			5. Recovery of amounts written=off	%	১	৫.৩৩%	২.৯২%	৫.০০%						
			6. Payment of debt service liability (Tk' 000)	Tk	৭	৫,১৭৬	'-	১৩০,০০০						
			7. O & M EXP. (EX. PC , Depre. Int. & Pro. Uncoll. AMT.)(TK) / Kwh Sold (w/o resale)	Tk	২	১.৩২	১.২২	১.৪০						
			8. Rev. / KM of Line w/o resale (TK)' 000	Tk	১	২৭৬	১৫৬	৩০০						
			9.Ratio of inspection & maintenance of Distri. line against Ener. line (KM)	%	১	২৬.৩৪%	৯.৬০%	২৫.০০%						
			10. Ratio of Damaged & repairable Transformer (no.) against total installed Transformer (no.)	%	১	৭.৭১%	৩.৩৭%	৪.০০%						
			11.Percentage of Damaged Transformer repaired	%	১	১০০%	৫৫%	১০০%						
			12. Ratio of connected consumer (over 90 days) against service in place – (Except irrigation)	%	২	২.০৫%	৪.৭১%	৩.০০%						
			13. Store Management Performance:											
			a. Physical Inventory of all Stores under PBS	%	১	১০০%	১০০%	১০০%						
			b. Timely Closeout of Mini & Force Work Order	%	১	১০০%	১০০%	৮০%						

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performanc	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-১৮					প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ
						২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*	অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতিমান	চলতিমানের		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
			14. Maintenance and Up-gradation of equipment record card (ERC)	%	২	৯০%	৯০%	১০০%						
			15.Improvement of Power Factor		১	০.৯৩	০.৯৩	০.৯২						
			16. Action on Meter Report	%	১	০%	৪৮	১০০%						
			17. Average Training hour per Employee	Hour	২	১৩০	২৭	৭৫						
			18. Implementation of Annual Development Program (Issuance of Staking Sheet)	%	১	২০৩%	১৭৬%	১০০%						
			19. Timeliness to attend Consumer's	%	১	১০০%	১০০%	১০০%						
			20. System Average Interruption Duration Index (SAIDI)	Minute	২	৯৪৫	৩৭২	১৫০০						
			21. System Average Interruption Frequency Index (SAIFI)	Times	২	৫.৪১	২	৭৮						
			22.% of overloaded Transformer	%	২	৮৪%	১১৩%	২.০০%						
			23.% of New Connected Consumers	%	৩	৯৯%	৬৮%	১০০%						
			24.Accounts Payable	Month	১		১.০০	১.০০						

মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (মোট নম্বর-২০)

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
						লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-১৮				
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of strategic objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	অসাধারণ (Excellent)	অতিউত্তম (Very Good)	উত্তম (Good)	চলতিমান (Fair)	চলতিমানের নিম্নে (Poor)
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন	৪	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিককর্মসম্পাদন চুক্তি দাখিল	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খসড়া চুক্তি মন্ত্রণালয়/ বিভাগে দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৭ এপ্রিল	১৯ এপ্রিল	২০ এপ্রিল	২৩ এপ্রিল	২৫ এপ্রিল
		২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিককর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	৪	৩			
		২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিককর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	নির্ধারিত তারিখে অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৫ জানুয়ারী	১৬ জানুয়ারী	১৭ জানুয়ারী	১৮ জানুয়ারী	২১ জানুয়ারী
		২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিককর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৩ জুলাই	১৬ জুলাই	১৮ জুলাই	২০ জুলাই	২৩ জুলাই
কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ, সেবার মানোন্নয়ন	৯	মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে কমপক্ষে একটি অনলাইন সেবা চালুকরন	অনলাইন সেবা চালুকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর	৩১ জানুয়ারী	২৮ ফেব্রুয়ারী		
		দপ্তর/ সংস্থা সমূহে কমপক্ষে একটি সেবাপ্রক্রিয়া সহজীকরন	সেবাপ্রক্রিয়া সহজীকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর	৩১ জানুয়ারী	২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ মার্চ	
		উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (এসআইপি) বাস্তবায়ন	উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়িত	তারিখ	১	৪ জানুয়ারী	১১ জানুয়ারী	১৮ জানুয়ারী	২৫ জানুয়ারী	৩১ জানুয়ারী
			এসআইপি বাস্তবায়িত	%	১	২৫				
		পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়ন ও যুগপৎ জারি নিশ্চিতকরন	সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়ন ও যুগপৎ জারিকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০		
		সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান	প্রকাশিত সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদানকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০

মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (মোট নম্বর-২০)

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
						লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-১৮				
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of strategic objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	অসাধারণ (Excellent)	অতিউত্তম (Very Good)	উত্তম (Good)	চলতিমান (Fair)	চলতিমানের নিম্নে (Poor)
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
		অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	%	১	৯০	৮০	৭০	৬০	
		সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য টয়লেটসহ অপেক্ষাগার (Waiting Room) এর ব্যবস্থা করা	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য টয়লেটসহ অপেক্ষাগার চালুকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর	৩১ জানুয়ারী	২৮ ফেব্রুয়ারী		
		সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা	সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর	৩১ জানুয়ারী	২৮ ফেব্রুয়ারী		
দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন	৪	সরকারী কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা কর্মচারীদেও জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন	প্রশিক্ষণের সময়	জনঘন্টা	২	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০
		জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	২০১৭-১৮ অর্থবছরের শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত ও দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৬ জুলাই	৩১ জুলাই			
			নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	৪	৩			

মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (মোট নম্বর-২০)

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
						লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-১৮				
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of strategic objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	অসাধারণ (Excellent)	অতিউত্তম (Very Good)	উত্তম (Good)	চলতিমান (Fair)	চলতিমানের নিম্নে (Poor)
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	১	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	%	০.৫	৮০	৭০	৬০		
		স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশিত	স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশিত	%	০.৫	১০০	৯০	৮৫	৮০	৭৫
আর্থিক ব্যাবস্থাপনা উন্নয়ন	২	অডিট আপত্তি নিস্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	অডিট আপত্তি নিস্পত্তিকৃত	%	২	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০

আমি, সভাপতি, বাগেরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সচিব, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, সচিব, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সভাপতি, বাগেরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষী:

স্বাক্ষরিত:

তারিখঃ ১৫/০৬/২০১৭ খ্রিঃ

জেনারেল ম্যানেজার
বাগেরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
(মোঃ মোতাহার হোসেন, জেনারেল ম্যানেজার, বাগেরহাট পবিস)

মোঃ আসলাম মল্লিক
সভাপতি
বাগেরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
(সভাপতি, সমিতি বোর্ড, বাপবিস)

পরিচালক, পবিস ব্যাবস্থাপনা ও পরিচালন
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
(মোঃ উমর ফারুক ভূঁইয়া)
পরিচালক
পবিস ব্যঃ পঃ পরিদপ্তর (দঃ)

সচিব
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
(হাসিনা বেগম)
উপ-সচিব (বোর্ড)।
ও
সচিব (অঃ দাঃ), বাপবিবোর্ড

D:\Sucitra1\Suchitra\200.18.doc